শেকড় জানো
দেশটা চেনো

শহীদ শাফি ইমাম রুমী

লেখক: মারিয়াম আতিয়া আজাদ

অনুবাদক: মুহাম্মাদ মিহ্‌সান বিন মাকছুদ

GROW your READER
Foundation

শহীদ শাফি ইমাম রুমী

একজন মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত খুব কমই আসে যখন সে তার লক্ষ্য সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে ওঠে। আর যখন সেই লক্ষ্য হয় দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা, তখন তা হয়ে ওঠে ইতিহাসের অংশ। আমাদের গেরিলা যোদ্ধা, শাফি ইমাম রুমি, তার নিজের জীবনের সমস্ত কিছু বাজি রেখে যে সংগ্রাম করেছিলেন, তা সত্যিই এর এক অনন্য উদাহরণ। কিউবান বিপ্লবের গেরিলা নেতা চে গুয়েভারার বিশাল ভক্ত ছিলেন রুমি। কিন্তু তিনি হয়তো কখনও কল্পনাও করতে পারেন নি যে তিনি নিজেই হয়ে উঠবেন তাঁর দেশের অন্যতম গেরিলা যোদ্ধা ।

১৯৫১ সালের ২৯ মার্চ, শরিফুল আলম ইমাম আহমেদ এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন রুমি। তাঁর ছোট ভাই, সাইফ ইমাম জামি। পরিবারের সদস্যরা রুমিকে স্নেহভরে স্মরণ করেন তাঁর সংক্রামক হাসি, বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব এবং পড়াশোনার প্রতি অদম্য আগ্রহের জন্য। ১৯৭১ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি স্বাধীনতার জন্য শহীদ হন।

শৈশব

পরিবার

রুমির শিক্ষাগত অর্জন ছিল প্রশংসনীয়। ১৯৬৮ সালে, তিনি জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৭১ সালে, তিনি প্রথমে বুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন এবং পরবর্তীতে তিনি ইলিনয় ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (আইআইটি) ভর্তি হন।

রুমির যুদ্ধে যাওয়া নিয়ে যদিও রুমির মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, কিন্তু রুমির বাবা-মা কখনও তাঁর ইচ্ছাকে বাঁধা দেননি। তাঁরা উন্মুক্ত আলোচনায় বেশি আগ্রহী ছিলেন, যেখানে সন্তানেরা তাদের আকাঙ্ক্ষার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারতো এবং যেকোনো আপত্তির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করার সুযোগ ছিল। মায়ের সাথে কয়েক মাস বিতর্কের পর, রুমি স্পষ্ট করে বলেন যে তিনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সফলতাও অর্জন করেন, তবেও তাঁর বিবেক কখনও শান্তি পাবে না যদি তিনি তাঁর দেশের জন্য কিছু না করেন। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ রুমির এই সিদ্ধান্ত তাঁর মায়ের দ্বিধাকে হারিয়ে দেয়।

মা জাহানারা ইমাম

একটি চিঠিতে চাচাকে রুমি লিখেছিলেন, *"আমরা একটি ন্যায় যুদ্ধ করছি। আমরাই জিতব। আপনি যে নৃশংসতার কথা শুনছেন, যে ধ্বংসের ছবি দেখছেন তা সত্যি। তারা আমাদের উপরে আঘাত করেছে। মানব ইতিহাসে অদ্বিতীয় এক পাশবিকতার উদাহরণ এটি...।"* রুমির এই কথাগুলি তাঁর অসাধারণ সাহসিকতা এবং বিজয়ের প্রতি বিশ্বাসেরই প্রতিচ্ছবি।

ক্র্যাক প্লাটুন

গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে, রুমি "হিট-অ্যান্ড-রান" আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রাথমিক অভিযান ছিল সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ধ্বংস করা। কিন্তু ঘন ঘন গেরিলা কার্যকলাপের কারণে এলাকাটি ছিল কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত। দলের সদস্যদের ভারী অস্ত্র এবং নিত্যনতুন পরিকল্পনার জন্য অপেক্ষা করতে হলেও আক্রমণ ক্রমাগত অব্যাহত ছিল। সেসময় ওই এলাকার বাড়িগুলি পাকিস্তানী সেনারা দখল করে রেখেছিল। গেরিলা কৌশলের অংশ ছিল গাড়ি হাইজ্যাক করা, এই বাড়িগুলি সনাক্ত করা এবং দখলকারী সেনাদের উপর আক্রমণ করা। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই দল নিজেদেরকে "ক্র্যাক প্লাটুন" নামে পরিচয় দিত। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ এর সম্মানে প্রতি মাসের ২৫ তারিখে রুমি এবং তাঁর সঙ্গীরা এই "হিট-অ্যান্ড-রান" আক্রমণগুলো চালাতেন।

তাঁদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ ছিল ২৫ আগস্ট, ১৯৭১ তারিখে ধানমন্ডি রোড নং ১৮ এ। পাকিস্তানী সেনাদের এড়িয়ে একটি বাড়িতে সফলভাবে আক্রমণ চালানোর পর উত্তেজনায় ভরপুর রুমি এবং তাঁর

সঙ্গীরা বাড়ি ফিরে আসেন। যেহেতু একজন মহিলা ড্রাইভারকে কেউ সন্দেহ করবে না, তাই রুমি তাঁর মায়ের কাছে হাইজ্যাককৃত গাড়িটি অস্ত্রসহ একটি ভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। তিনি সম্মত হলে তাঁরা অস্ত্রগুলি বাড়ির উপরে একটি পানির ট্যাঙ্কে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিত করেন যে পাকিস্তানী সেনারা সেগুলি খুঁজে পাবে না। ২৬শে আগস্ট, তাঁরা রুমির বাবার মাধ্যমে জানতে পারে যে পাকিস্তানী গোয়েন্দারা দোষীদের খুঁজে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। একারণে রুমি তৎক্ষণাৎ শহর ত্যাগ করেন কিন্তু ২৯ তারিখ সকালেই আবার বাড়িতে ফিরে আসেন।

দুর্ভাগ্যবশত, এই সময়ে তাদের দলের সদস্য বদিউল আলম, তার নিজের সবচেয়ে কাছের বন্ধুর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। পাকবাহিনীর অমানবিক নির্যাতনের পর অবশেষে তিনি ভেঙে পড়েন এবং তার সঙ্গীদের নাম প্রকাশ করেন।

জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর

মধ্যরাতে রুমির খোঁজে আসে পাকবাহিনী, ধাক্কা দেয় দরজায়। সেনারা এলাকা ঘেরাও করে পালানোর পথ অসম্ভব করে তুলেছিল। রুমির মায়ের অনুরোধে রুমির অন্ধ এবং অসুস্থ দাদার উপস্থিতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সেনারা শান্তিপূর্ণভাবে বাড়িটি তল্লাশি করে। অতঃপর বাড়ির পুরুষদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় এমপি হোস্টেলে, যেখানে সেনারা তাদের প্রশাসন স্থাপন করেছিল। রুমিকে আলাদাভাবে একটি পৃথক গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে তাঁর বাবা এবং ভাই বুঝে ফেলেন যে কেউ রুমিকে চিনে ফেলেছে। তাঁরা সন্দেহ করছিলেন যে

কোনো বাঙালি সহযোগী হয়তো তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। তাঁদেরকে পৃথক করে রাখা হয়, যেখানে তাঁদেরকে ঘিরে ছিল আহত ব্যক্তিরা। সেখানে তাঁদেরকে সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়, যার অনেকটাই তারা তাদের বিনোদনের জন্য করত। জামি এবং তাঁদের বাবাকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল, রুমিকে এক রাতে সেখানে নিয়ে আসা হয়। রুমি তখন তাঁদেরকে জানিয়ে দেন যে ২৫ আগস্ট রাতে যা কিছু ঘটেছে তা সম্পর্কে পাকিস্তানিরা অবগত। এসময় রুমি তাঁদেরকে বলেন যেন তাঁরা এই অভিযান সম্পর্কে কিছু জানার ব্যাপারে অস্বীকার করে। অতঃপর তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং ৩১ আগস্ট, রুমি এবং তাঁর সঙ্গীরা ছাড়া সবাই মুক্তি পায়। শহীদ রুমির পরিণতি কী হয়েছিল তা তাঁরা কখনওও জানতে পারেননি।

বাড়ি-জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর

শহীদ রুমির ভাই সাইফ ইমাম জামি জানান, শহীদ রুমি জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়ন ছিলেন এবং প্রায়ই ব্যথার সহনশীলতা অনুশীলন করতেন। তিনি জামিকে জিজ্ঞাসা করতেন তাঁকে চোকহোল্ডে রাখতে, দেখতে কতক্ষণ সে তাঁর শ্বাস বন্ধ রাখতে পারে। জামির মনে স্থায়ী হয়ে যাওয়া একটি জিনিস ছিল স্যার মাইকেল কেইনের অভিনীত ৬০-এর দশকের একটি সিনেমা

"দ্য আইপক্রেস ফাইল," যেখানে কেইন একটি গোপন এজেন্টের চরিত্রে ছিলেন যাকে জেরা করা হচ্ছিল। একটি দৃশ্যে, চরিত্রটি তার হাতের একটি নখ ব্যবহার করে ব্যথা থেকে নিজের মনকে বিভ্রান্ত করতো। জামি কখনোই এর কারণ বুঝতে পারেননি।

ভাই এবং বন্ধুরা

একই সাক্ষাৎকারে, জামি বলেন, *"যখন আপনি একজন গেরিলা যোদ্ধা হয়ে যান, তখন আপনার সুবিধার একটি বিষয় হল আপনি সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে থাকেন। আপনি ইউনিফর্ম পরেন না, কিন্তু আপনার শত্রু ইউনিফর্ম পরা থাকে, তাই আপনি জানেন আপনি কাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। আবার ইউনিফর্ম পরা সেনারা জেনেভা কনভেনশনের আওতায় সুরক্ষিত, তাই পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করলে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব ছিল না... তারা সেই কনভেনশনের আওতায় সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু যখন একটি গেরিলা ধরা পড়ে, তখন তাদের কোনো প্রতিরক্ষা নেই; অর্থাৎ এটি একটি ন্যায্য খেলা..."*

সেই রাতে, আমাদের দেশ হারিয়েছিল কিছু সাহসী আত্মা—যারা তাঁদের আত্মত্যাগ দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। তাঁদের

সাহস এবং অদম্য দৃঢ়তার অভাব হলে, বাংলাদেশের মুক্তি একটি অপূর্ণ আশা হয়েই থেকে যেতে পারত। আমরা এই শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করি, তাঁদের স্মৃতি আমাদের জাতির পরিচয়ের বুননে চিহ্নিত। আমরা গর্বিত যে আমরা বাংলাদেশি, তাঁদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি।

লেখাটি সাইফ ইমাম জামির একটি স্পর্শকাতর প্রতিফলনের মাধ্যমে শেষ করতে চাই:

"আমি চাই আজকের প্রজন্ম এবং ভবিষ্যতের প্রজন্ম ,শুধু আমার ভাই রুমিকেই নয়, বরং বাংলাদেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করা সমস্ত 'রুমি'দের স্মরণ করুক। তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব বই পড়ুক, যাতে তারা বুঝতে পারে প্রতিটি পরিবার কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছে। হয়তো তখন, তারা তাদের ত্যাগকে সত্যিই সম্মান করতে পারবে।"

রেফারেন্সঃ

Interview with Saif Imam Jami- A Tale of Martyr's Sibling

আর্টিকেলঃ

https://www.thedailystar.net/my-dhaka/news/remembering-shaheed-shafi-imam-rumi-memories-brother-3516696

https://www.thedailystar.net/lifestyle/special-feature/call-war-how-the-crack-platoon-was-formed-1550497

https://www.thedailystar.net/life-living/news/remembering-shaheed-rumi-3283741

ছবিঃ

শৈশব - Sharabangla
পরিবার - The Daily Star
মা জাহানারা ইমাম - The Daily Observer
ক্র্যাক প্লাটুন - The Daily Star
জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর - Sharabangla
বাড়ি, জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর - Samakal
ভাই এবং বন্ধুরা - Bangladesh Old Photo Archive Facebook Page